গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার

সংস্কার ও সুশাসন মূলক কার্যক্রম কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন

সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪) প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪-২৫	১ম ত্রৈমাসিক		২য় ত্রৈমাসিক		৩য় ত্রৈমাসিক		৪র্থ ত্রৈমাসিক		মোট অর্জন	মন্তব্য
							অর্জন	মান	অর্জন	মান	অর্জন	মান	অর্জন	মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		৯		১০		১১		১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক	১	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	১	১০০%	১০০%	১	-	-	-	-	-	-	০.২৫	প্রত্যয়নপত্র প্রমাণক হিসেবে সংযুক্ত
সক্ষমতা বৃদ্ধি	২	[২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[২.১.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫-১০-২০২৪	১	১	-	-	-	-	-	-	১	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত
		[২.২] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[২.২.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	১	২	১	১	-	-	-	-	-	-	১	প্রত্যয়নপত্র ও সংবাদ স্ক্রিপ্ট প্রমাণক হিসেবে সংযুক্ত
মোট															২.২৫	

Syeda Afroza

(সৈয়দা আফসানা)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

(মোছাঃ তানিয়া মাজনীন)
পরিচালক বার্তা (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযোজনী-৮ কার্যক্রম [১.১]: তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪) তথ্য অধিকার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কেউ আবেদন করেনি। সুতরাং উপরের উল্লেখিত সময়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয় নাই।

(মোছাঃ তানিয়া নাজনীন)
পরিচালক বার্তার (দৈনন্দিন দায়িত্বে)
ফোন নং-০২-৪৮১১৫৮৭২
E-mail: cnobetar@gmail.com

কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা,
বাংলাদেশ বেতার
বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২৩ - ২০২৪

বাংলাদেশ বেতার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৈয়দা আফসানা
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুখবন্ধ:

সবচেয়ে প্রাচীন গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতার বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষা, বিনোদন, সংস্কৃতি ও সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সক্রিয় এবং সচেতন করার পাশাপাশি সরকারের গৃহিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রচার করে থাকে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার প্রতিনিয়ত তার প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে । কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষাকার্যক্রম, অবাধ তথ্য প্রবাহ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালাসহ বাংলাদেশের এমন কোন সেক্টর নেই যে সেক্টরের প্রচারণা নিয়ে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, কাজ করছে না। জনগরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ বিনির্মানে অন্যতম ভূমিকা রাখছে এই সংস্থাটি।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে দৈনিক ২২টি বুলেটিন, সাপ্তাহিক পরিক্রমা, সার্ক বুলেটিন ও প্রতিদিন বাংলা ও ইংরেজিতে সংবাদ পর্যালোচনা প্রচারিত হচ্ছে। সরকারে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জ্যস রেখে জনগণকে নানা বিষয়ে অবহিত করতে এবং সাম্প্রতিক বিষয় সমূহ সম্পর্কে জানাতে নিয়মিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন-ফেসবুক এবং ইউটিউবে কনটেন্ট আপলোড করা হচ্ছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উৎসব ও দিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই সংবাদে বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করা হয়।

পরিশেষে, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে দেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করতে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যয় সর্বদাই বিদ্যমান।

পরিচালক বার্তা

প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক তথ্যাবলী:

প্রাক-কথন:

বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে (বর্তমানে বোরহান উদ্দিন কলেজ) দুটি স্টুডিও নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম নামকরণ করা হয় "ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র"। ঢাকা বেতারের সম্প্রচার যন্ত্র অর্থাৎ ট্রান্সমিটারটি বসানো হয়েছিল বর্তমান কল্যাণপুরে। ১৯৬০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি বেতার ভবন স্থানান্তরিত হয় ঢাকার শাহবাগে।

১৯৮৩ সালের ৩০ শে জুলাই ঢাকাস্থ শের-ই-বাংলা নগরে বর্তমান অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতার ভবন স্থাপিত হয় এবং শাহবাগের সাবেক প্রচারভবনটি বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর শাহবাগ থেকে শের-ই-বাংলা নগরে স্থানান্তরিত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ১৯৭১ সালে এ বেতারের বহুমাত্রিক ভূমিকা যেমন আলোড়ন তুলেছিল, তেমনি এর খবর ও অনুষ্ঠান কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাণিত যুদ্ধাস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী হিসেবে কাজ করেছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বেতার স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়।

প্রতিষ্ঠার শুরুতে বেতার ঢাকার আশেপাশের শতকরা ৮ ভাগ এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিত। কালের পরিক্রমায় বর্তমানে বেতার ভৌগোলিক হিসেবে শতকরা প্রায় শতভাগ এলাকায় মানুষকে বিনোদন ও তথ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

দেশের সর্ববৃহৎ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম, বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৭টি ইউনিট হতে ১৬টি মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার, ২টি ক্ষুদ্র তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ও ৩৪টি এফএম ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে দৈনিক ৪৯৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

এই প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতারের জন্মলগ্ন থেকেই সংবাদ প্রচার করে আসছে এবং জনগণকে সার্বক্ষনিকভাবে তথ্য প্রদান করছে।

মূল কার্যক্রম:

সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করা ও জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতারের মূল কার্যক্রম।

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে জাতীয় বেতার ভবনে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগের একটি অংশ। দেশ-বিদেশের সর্বশেষ ঘটনাবলী নিয়ে সকাল ৭টা থেকে মধ্যরাত অবধি প্রতি ঘণ্টায় সংবাদ বুলেটিন প্রচার করে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা। নগর, গ্রাম এবং প্রত্যন্ত জনপদের মানুষের কাছে বাংলাদেশ বেতার পৌঁছে দেয়

সংবাদ। কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার হতে প্রতিদিন বাংলা ও ইংরেজী ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় মোট ২২টি সংবাদ বুলেটিন ও সংবাদ পর্যালোচনা, সার্ক বুলেটিন ও সংবাদ পরিক্রমা প্রচারিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন দিবস সরকারের দিক নির্দেশনা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে সংবাদে স্পট রিপোর্টিংসহ ভয়েস কাস্ট চালু করা হয়। এতে বেতারের সংবাদের গুণগতমান, আকর্ষণ, বস্তুনিষ্ঠতা, গতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোর ৪.০০টা থেকে রাত ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রতিদিন অত্যাবশ্যকীয় এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এমনকি, বন্যা ও ঘুর্নিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিশেষ বুলেটিন প্রচারসহ সরকারি ছুটির দিনেও কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

<u>বার্তা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুরে ধরা হলো:</u>

১। দারিদ্র বিমোচন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত রিপোর্টিং গুরুত্বসহকারে সংবাদ বুলেটিনে প্রচার।

২। পুষ্টি, শিশু অধিকার, মানব পাচার, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক সংবাদ ও রিপোর্টিং প্রচার।

৩। অসাম্প্রদায়িক চেতনা বজায় রাখতে অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা উন্নয়নে ও উৎসব পালনে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার।

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পর্যটন ও অপচয় রোধ নিয়ে সংবাদ ও রিপোর্টিং প্রচার।

৫। প্রধান বুলেটিনে কৃষি বিষয়ক সংবাদ নিয়মিত প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদও প্রচার।

৬। নারী নির্যাতন রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু শ্রম, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সংবাদ নিয়মিত প্রচার।

৭। ডেঙ্গু বিস্তার রোধে সরকারের বিস্তারিত কর্মসূচি নিয়মিতভাবে সংবাদে প্রচার।

৮। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচি নিয়ে সংবাদে নিয়মিত প্রচার করা হয়। পাশাপাশি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে সংবাদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

৯। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পাশাপাশি বৈশ্বিক ঘটনাবলীর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন-ফেসবুক ও ইউটিউবে এবং সংবাদে প্রচার।

<u>সাংগঠনিক কাঠামো :</u>

কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা পরিচালক বার্তার অধীনে ও দিক নির্দেশনায় সংবাদ প্রচার করে থাকে। এই সংস্থায় ৩ জন বার্তা নিয়ন্ত্রক, ২ জন আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক, ১৩ জন উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক এবং ৫ জন সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক রয়েছেন।

১ম প্রান্তিক সংযোজনী-৮ প্রমাণক-(২.২.১) পাতা-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযোজনী-৮ কার্যক্রম [২.২]: তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪) তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে।

(মোছাঃ তানিয়া নাজনীন)
পরিচালক বার্তার (দৈনন্দিন দায়িত্বে)
ফোন নং-০২-৪৮১১৫৮৭২
E-mail: cnobetar@gmail.com

৯ম প্রান্তিক সংশোধনী-৮ প্রমাণক-(২.২.১) পাতা৮-২

CENTRAL NEWS ORGANISATION, BANGLADESH BETAR

20:30 HRS Date: 08 July 2024

RIGHTS TO INFORMATION

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে এবং একই সাথে এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন গঠন করে। তথ্য অধিকার আইনে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট অথবা সরকারের পক্ষে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে তথ্য পেতে নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে আবেদন করে নাগরিকগণ তাদের কাঙ্খিত তথ্য পেতে পারেন।

বিস্তারিত শুনুন প্রতিবেদনে।

(CUE IN----------------CUE OUT)

##

(সৈয়দা আফসানা)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

ওয়াসিম আকরাম।

সংবাদ পাঠক	তত্ত্বাবধায়ক (বাংলবিভাগ)	রিপোর্টিং সম্পাদক	বার্তা সম্পাদক (২য়)	বার্তা সম্পাদক (১ম)	প্রধান বার্তা সম্পাদক